জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 4t Dec. 1957 | ২৮শ সংখ্যা

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট

"আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

"যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না !"

—০—

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্র। গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া খালি পায়ে চলা দুঃসাধ্য। গঙ্গার বালি প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে এত উত্তপ্ত হইয়াছে যে, মনে হয় এই গরম বালিতে ধান দিলে খৈ হ'য়ে যায়। এক কৌপীনধারী সন্ন্যাসী নগ্নপদে আবরণহীন মস্তকে সেই চড়ার উপর দিয়া চলিয়াছে। সন্ন্যাসীর মনে মনে হইতেছে যে একটি ঘোড়া পাইলে সে তাহার উপর চড়িয়া বেশ আরামে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিত। সন্ন্যাসী ভগবান রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে সুরু করিল—"একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম! একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম!" কোথায় রাম—কোথায় সন্ন্যাসী—কোথায় ঘোড়া? কে কার কথা শোনে! কিছুদূর যাইতে যাইতে সে দেখিল দুইজন যুদ্ধের পল্টন তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা সন্ন্যাসীকে ধরিয়া নিকটস্থ গ্রামের ময়দানে, যেখানে তারা ছাউনীর জন্য তাম্বু করিয়াছিল, সেইখানে লইয়া চলিল। তাহাকে তাহাদের কাপ্তেনের কাছে উপস্থিত করিল। কাপ্তেন এই অর্দ্ধ উলঙ্গ লোকটিকে পাইয়া সৈন্যদের হুকুম দিলেন—ইস্কো কান্ধাপর ঘোড়াকা বাচ্চা কো চাপাও, ঠিকানা মে যাকে দোঠো রূপেয়া দিয়া যায়েগা।"

সেই দিন পল্টনের একটি ঘোটকী একটি বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। এই দিনই তাহাদের নূতন স্থানে ছাউনি করিবার আদেশ হইয়াছে। কাজেই সদ্য প্রসূত বাচ্চাটিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি মুটের দরকার। সন্ন্যাসীও একটু আগে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে কাতরভাবে একটা ঘোড়া প্রার্থনা করিতেছিল। প্রভু একই ঘটনার সৃষ্টি করিয়া উভয় পক্ষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রার্থনা করিয়াছে—"একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম" তাহাকেও ঘোড়া দিলেন, পল্টনের ঘোটকীর বাচ্চাকেও স্থানান্তরের বাহক মিলাইয়া দিলেন। যখন ঘোড়ার বাচ্চাকে সৈন্যেরা সন্ন্যাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিল, তখন সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিতে সুরু করিল—ঘোড়া মিলা দিয়া রাম! বা কি উল্টা বুঝলি রাম! হাম ঘোড়ে পর সওয়ার হো জায়েঙ্গে র মজী ঘোড়েকো মেরা পর সওয়ার বানা দিয়া! উল্টা বুঝলি রাম!

দুই শত বৎসর ইংরাজের অধীনতা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া কাতর কণ্ঠে গাহিতাম—

স্বদেশ স্বদেশ বলিস্ কারে
এ দেশ তোদের নয়।
এই যে ক্ষেত শস্যে ভরা,
তোদের নয় এর একটি ছড়া,
চাষের মালিক তোরা কেবল
গ্রাসের মালিক নয়।
ইত্যাদি ইত্যাদি.....

কাতর কণ্ঠের গান শুনিয়া স্বাধীনতার স্থলে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" পাইলাম। স্বাধীন গণতন্ত্র পাইলাম। চালের সঙ্গে কাঁকড় খাইলাম। দেশ আক্রমণ করিল হানাদারগণ। আমাদের সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে দেশ পার করিয়া দেয় এমন সময় সাদা নিশান তুলিয়া হানাদারদের না তাড়াইয়া রাষ্ট্রসংঘে মামলা করিতে গেলাম। যারা মামলার বিচার করিবে তারা হানাদারের স্থলাভিষিক্ত পাকিস্থানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অস্ত্র দিয়া পাকীস্থানকে বলশালী করিতেছে।

আজ মামলাবাজ আমরা। খাদ্যহীন আমরা। বস্ত্রহীন আমরা! অর্থ নাই অন্যের দ্বারে ঋণ করিয়া পরিকল্পনা পূরণ করিতে কৃতসংকল্প।

আমরা কি চেয়েছিলাম? কি পেলাম? স্বাধীনতার কৃপায় তেরতলা বাড়ী দেখিলাম। পথে পথে বাস্তহারা পড়িয়া আছে। গ্রামে গ্রামে সিনেমা। মফঃস্বলে বিজলী আলো। বিজলীতে রেলগাড়ী চলছে। চাই অন্ন বস্ত্র তা পাই না। কাজেই ভুল ক'রে চাওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ হইতে ধান চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ

সরকারী নূতন আদেশ জারী

১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ ধান চাউল নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য কয়েকটি জেলাগুলির সহিত মুর্শিদাবাদ জেলা হইতেও অনুমতি ব্যতীত /৫ সেরের অধিক চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা রপ্তানী ও আমদানীর অনুমাত পাইবেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোনীত ব্যক্তিরাই আমদানী করিতে পারিবেন। রপ্তানীর অনুমতিপ্রাপ্ত সমস্ত ধান চাউল রেল অথবা ষ্টীমারে আমদানীকারী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে বুক করিতে হইবে। উপরোক্ত সর্তে বীরভূম জেলা হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার ধান চাউল আমদানী করা চলিবে স্থানীয় সংবাদে প্রকাশ বহরমপুর সাব-ডিভিসনাল কনট্রোলারের অনুরোধে বহরমপুর রাইস ডিলার্স এসোসিয়েশনের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সরকারের বর্ত্তমান খাদ্যনীতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন এবং এই কো-অপারেশন মিটিং এ বহরমপুর রাইসডিলার্স য়্যাসোসিয়েশন বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে সরকারের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন। উক্ত বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে রাইসডিলার্স য়্যাসোসিয়েসনের মনোনীত সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ব্যবসায়ীকেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আমদানীর অনুমাত প্রদান করিবেন। এই সুচিন্তিত প্রকৃষ্ট ব্যবস্থাটি কার্য্যে পরিণত হইলে জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। 'মুর্শিদাবাদ সমাচার'

খাদ্য ব্যবস্থা

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন গত ২৭শে নভেম্বর লোকসভায় জানান যে, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে ত্রিশ হইতে চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই নষ্ট খাদ্যশস্যের মধ্যে অধিকাংশই ধান। তিনি বলেন যে, অনাবৃষ্টির ফলে দেশের প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার

বর্গমাইল স্থানের আনুমানিক ৮ কোটি অধিবাসী অসুবিধায় পড়িয়াছে।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী এই আশ্বাস দেন যে, সকল দুর্গত স্থানেই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা যাইবে। তবে তিনি ইহাও জানান যে, গম, ভুট্টা প্রভৃতির চাহিদা পুরাপুরি মিটাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও চাউলের অবস্থা খুবই জটিল থাকায় উহার অভাব সম্যকভাবে মিটান যাইবে না।—প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

শাসনভার গ্রহণ

রাষ্ট্রপতির পক্ষ হইতে আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলী ১লা ডিসেম্বর তারিখে নূতন কেন্দ্রীয় শাসিত নাগা পাহাড় তুয়েনসাঙ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে গত ২৫শে নভেম্বর তারিখে লোক সভায় ও ২৮শে নভেম্বর তারিখে রাজ্য সভায় একটি বিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

পূর্ব রেলওয়ের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেণ হাওড়া ও সেওড়াফুলির মধ্যে চলাচল সুরু

গত রবিবার (১লা ডিসেম্বর) হাওড়া ও সেওড়াফুলির মধ্যে ১৪ মাইল রেলপথে পূর্ব রেলওয়ের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচল করে। বাষ্পচালিত ট্রেণে যেখানে হাওড়া হইতে সেওড়াফুলি যাইতে সাধারণতঃ ৫০-৫৫ মিনিট লাগিতেছে। ভবিষ্যতে "মালটিপল ইউনিট কোচ" ব্যবহৃত হইলে আরও কম সময় লাগিবে। সাধারণতঃ এইরূপ ট্রেনে ৫০০ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ৩০জন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হয়। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে দলটি বলেন, ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের কাজে ইহাকে লাগাইতে হইবে এবং ইহাকে কমিশন দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতগুলির শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে। যে পঞ্চায়েতগুলির নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকিবে শুধুমাত্র সেইগুলিকেই এই অধিকার দেওয়া হইবে। পঞ্চায়েত-গুলি পঞ্চায়েত সমিতির নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট অংশ পাইবে। ইহা ভূমি রাজস্বের তিন চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

আরও ৩০ কোটি টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হইতেছে

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ স্বল্প-মেয়াদী ঋণপত্র ক্রয় ইচ্ছুক জানিয়া ভারত সরকার আরও ৩০ কোটি টাকার ঋণ পত্র বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর ঋণপত্রের জন্য বার্ষিক শতকরা ৩¼ হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং উহা ১৯৬২ সালে পরিশোধ করা হইবে রজার্ভ-ব্যাঙ্ক উহার মূল্য নির্ধারণ ও দেশের সর্বত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

—প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

ভারতীয় রেডক্রশ সমিতি

আন্তর্জ্জাতিক শিশু দিবস উপলক্ষে বহরমপুরে গত ১৪ই নভেম্বর ৪টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮০ জন শিশু ছাত্রকে; ১৫ই নভেম্বর ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে ও ১৯শে নভেম্বর ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে সার্ট, প্যান্ট, ফ্রক ও ইজার এবং ২০শে নভেম্বর বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ৫ খানি ও ৪টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ২৬ খানি সাড়ি দেওয়া হয়।

সমাজ উন্নয়ন

সাগরদীঘি সমাজ উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মিগণের ও গ্রামসেবকের মিলিত চেষ্টায় বোথরা ইউনিয়নের বাহালনগর গ্রামের অধিবাসীরা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রামে মুকুলসঙ্ঘ নামে একটা ক্লাব গঠিত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ একত্রিত হইয়া গ্রামের রাস্তার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। গ্রামের আবর্জ্জনা ও পুকুর পরিষ্কার এবং নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এইসব জনহিতকর কার্য্যে সমাজ উন্নয়ন বিভাগের অফিসার মহোদয় কর্ম্মিগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেছেন।

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

৪ঠা ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে লালগোলা-জঙ্গিপুর রাস্তায় পণ্ডিতপুরের নিকট একখানি দ্রুতগামী ট্যাক্সির প্রচণ্ড ধাক্কায় একজন সাইকেল আরোহী যুবকের প্রাণহানি হইয়াছে। আজকাল অধিকাংশ চালকই ষ্টিয়ারিং হাতে ধরিয়া পাকা চালকে পরিণত হইয়া যথেচ্ছ বেগে গাড়ী চালাইয়া থাকে। বেপরোয়া ভাবে গাড়ী চালনার জন্যই সময় সময় সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। আমরা এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মাছ, তরকারী ও চাউলের দর

মাছ ১।০ হইতে ২॥০ টাকা সের দরে ও বেগুন প্রতি সের এক আনা, মূলা পাঁচ পয়সা, পটল ছয় আনা, শিম চার আনা, আলু সাত আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। চাউল আঁটা ২০॥০ টাকা হইতে ২২॥০ টাকা, ও ছাঁটা ২২৲ টাকা, ২৩৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৮

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

১২৬ থাং ডিঃ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁর ট্রাষ্ট এষ্টেটের ট্রাষ্টি গণেশচন্দ্র খাঁ দিং দেং আশুতোষ সাহা দিং দাবি ৩৮ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে রাতুরী ৭০ শতকের কাত ৪।৵০ আঃ ২৪৲ থং ৩৬৮

১২৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ভোলানাথ দাঁ দিং দাবি ৫৫ টাকা ৮৪ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে কালীনগর ১-৭ শতকের কাত ৭৸৵১১ আঃ ৪০৲ থং কালীনগর ১৯২ থং হিলোড়া ৩।৮

১৬৬ থাং ডিঃ শিউপ্রসন্ন রাম ভকত দেং হারাধন মাঝি দিং দাবি ১০৬ টাকা ২ নঃ পঃ থানা রঘুনাথ-গঞ্জ মৌজে বাঙ্কা ২-৯৭ শতকের কাত ১৮।৵৩ আঃ ৬০৲ থং ৩৮৩

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৫

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত